



ভারতের বদলে যাওয়া পরিবহন পরিস্থিতি সবাধীনতার সত্তর বছর ২০১৭-র সবাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ

একটি দেশের অগ্রগতি, কিভাবে সেই দেশটি তাদের নাগরিক ও পনদ্রব্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবহনকরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সুদক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা

Posted On: 13 OCT 2017 2:34PM by PIB Kolkata

* নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ১০ অগাস্ট , ২০১৭

একটি দেশের অগ্রগতি, কিভাবে সেই দেশটি তাদের নাগরিক ও পনদ্রব্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবহনকরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সুদক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা, কাঁচা মালের উৎস থেকে উৎপাদন কেন্দ্র এবং বাজারের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন করে আর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেয়। এছাড়া সুষম আঞ্চলিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পণ্য ও পরিষেবা সর্বশেষ মানুষটির কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রেও পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বিস্তৃত পরিবহন নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে যাত্রী এবং মালপত্র পরিবহনের ক্ষেত্রে স্বথ গতি এবং অদক্ষতার সমস্যা ছিল। পরিবহন ক্ষেত্রটিতে বহু ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা এবং দুর্গম স্থানে পরিবহন নেটওয়ার্ক নিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাব দেশের সড়কগুলি সংকীর্ণ ও ভীড়াক্রান্ত হওয়ায় এবং যথাযথ দেখভালের অভাবে যান চলাচলের গতি হ্রাস পেয়েছে। ফলে প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং দূষনের বোঝা বেড়ে চলে। সড়কগুলিতে দুর্ঘটনার সংখ্যাঅত্যন্ত বেশী এবং প্রতি বছর প্রায় ২.৫ লক্ষ মানুষ দুর্ঘটনার ফলে মারা যান। সারাদেশে সড়কপথে মাল পরিবহনের হার অত্যন্ত বেশী যদিও এটা দেখা গেছে যে পরিবহনের এইমাধ্যমটি সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং দূষণ সৃষ্টিকারী। রেল পরিবহন সড়ক পরিবহনের তুলনায় সস্তাও পরিবেশবান্ধব হওয়া সত্ত্বেও এই নেটওয়ার্কটি গতি স্বথ এবং অপার্যাপ্ত। অন্যদিকেসবচেয়ে সস্তার পরিবহন ব্যবস্থা জলপথ সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব হওয়া সত্ত্বেও তারএকেবারেই তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থায় এই প্রতিকূলপরিস্থিতির ফলে আমাদের দেশে পনদ্রব্যের পরিবহন ব্যয় অত্যন্ত বেশী, যার ফলেআমাদের পণ্যদ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকে।

বিগত তিনবছরে অবশ্য পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। সরকার দেশে বিশ্বমানের পরিবহন পরিকাঠামোগড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করেছে। এমন এক পরিবহন পরিকাঠামোর কথা ভাবাহয়ছে যা হবে ব্যয় সাশ্রয়ী। সবার নাগালের মধ্যে নিরাপদ, কম দূষন সৃষ্টিকারী এবংসম্ভাব্য সর্বোচ্চ হারে দেশজ উপকরণ দ্বারা নির্মিত ও দেশে প্রচলিত বর্তমানপরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিশ্বমানের প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে এবং নতুন পরিকাঠামোগড়ে তুলতে হবে এবং এই কাজ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থারও আধুনিকীকরন প্রয়োজন।এছাড়াও বেসরকারী ক্ষেত্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিকাঠামো নির্মান কাজেরঅনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আমাদেরদেশের মোট সড়কের মধ্যে মাত্র দুই শতাংশ জাতীয় সড়ক হওয়া সত্ত্বেও তার মাধ্যমে ৪০% যানবাহন চলাচল করে। সরকার দৈর্ঘ্য এবং গুনমানেরনিরিখে এই পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৪ সালে সারা দেশে জাতীয় সড়কেরদৈর্ঘ্য ছিল ৯৬০০০ কি.মি। বর্তমানে এইদৈর্ঘ্য বেড়ে হয়েছে ১.৫ লক্ষ কি.মি এবং খুবশীঘ্রই তা ২ লক্ষ কি.মি-র লক্ষ্য ছুঁয়ে যাবে। প্রস্তাবিত ভারতমাল্য কর্মসূচীতেসীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক সড়কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হবে, গড়ে তোলা হবেআর্থনৈতিক করিডোর, অভ্যন্তরীণ করিডোর এবং ফিডার রুট। এছাড়া জাতীয় করিডোরগুলিরসাথে সংযোগ আরও উন্নত করা হবে। উপকূল অঞ্চলে এবং বন্দরগুলির সাথে সংযোগের জন্যনতুন সড়ক নির্মান করা হবে এবং গ্রীনফিল্ড ও এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে তোলা হবে। এর ফলেদেশের সমস্ত এলাকা খুব সহজে জাতীয় সড়কের নাগালের মধ্যে আসবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল, নকশাল অধ্যুষিত এলাকা, পিছিয়ে পড়া এবংপ্রত্যন্ত এলাকাগুলির জন্য সড়ক সংযোগ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।অসমের ধোলা সাদিয়া সেতু এবং জম্মু-কাশ্মীরের চেনানি নাসরি সড়ক সুড়ঙ্গ তৈরী করেদুর্গম এবং পার্বত্য এলাকায় পথের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং প্রত্যন্তঅঞ্চলগুলিকে সুগম্য করে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভদেদারা-মুম্বাই,ব্যাঙ্গলোর-চেন্নাই এবং দিল্লী-মিরাতের মতো যানবাহন সড়কগুলিকে বিশ্বমানের এবংনাগালে নিয়ন্ত্রন যুক্ত এক্সপ্রেসওয়েতে পরিণত করা হবে। অন্যদিকে চার ধাম ও বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্রগুলির মতো ধর্মীয় পর্যটনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে দ্রুত এবংসুবিধাজনক যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র রাস্তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিই নয়, সড়কগুলিকে ভ্রমের জন্যনিরাপদ করে তোলার লক্ষ্যেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে রাস্তার নকশা তৈরীকরার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হচ্ছে এবং পরিচিতি দুর্ঘটনাপ্রবনসড়ক পরিবহনের ভুলত্রুটি সংশোধন, যথাযথ পর্যনির্দেশিকা পরিবহন সংক্রান্ত আইনকে আরওকেন্দ্রী দক্ষ করে তোলা, যানবাহনের নিরাপত্তামান আরও উন্নত করে তোলা, চালকদের প্রশিক্ষণেরব্যবস্থা করা এবং দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা সার সুব্যবস্থা করা ও জনসচেতনতাবৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ‘সেতুভারতম্’ প্রকল্পের আওতায় সড়কের উপর রেলের লেভেল ক্রসিংগুলিকেহয় ওভারব্রিজ অথবা সুড়ঙ্গ পথে পরিণত করা হবে। দেশের জাতীয় সড়কের সমস্ত সেতুগুলিরকাঠামোর মান বিষয়ে একটি তথ্যপঞ্জী গড়ে তুলে দুর্বল সেতুগুলির মেরামত এবং প্রয়োজনপূননির্মানের কথা ভাবা হয়েছে।

লোকসভায় মোটর ভেহিক্যাল-এর সংশোধনীবিল পাশ হয়েছে এবং রাজ্যসভাতেওপাশ হতে চলেছে। এই বিলটিতে পরিবহন আইন লঙ্ঘনকারীদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করায়ানবাহনের সড়ক যোগ্যতা সংক্রান্ত শংসাপত্র প্রদান ব্যবস্থা এবং গাড়ির লাইসেন্সব্যবস্থাকে কম্পিউটার চালিত করে স্বচ্ছ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্তদেরচিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সাহায্যকারী ব্যক্তির সুরক্ষার সাংবিধানিকব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবহন আইন ব্যবস্থার স্বীকৃতির উদ্যোগ নেওয়াহয়েছে।

পরিবহনক্ষেত্রে দূষন কমানোর লক্ষ্যে পুরানো যানবাহন অপসারণ এবং ২০২০ সালের ১লা এপ্রিলথেকে গ্যাস নিগমিতের ক্ষেত্রে বি.এস.সিএক্স নিয়ম চালু করা হচ্ছে। এছাড়া মহাসড়কবরাবর গাছ লাগানো বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করার উদ্যোগ ও নেওয়া হয়েছে।বিকল্প জ্বালানী হিসাবে ইথানল, বায়োগ্যাস, বায়োডিজেল, মিথানল এবং বিদ্যুৎচালিতযানবাহনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সুবিধাজনকএবং পরিবেশবান্ধব জলপথ পরিবহনকে উন্নত করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাগরমাল্যকর্মসূচীর মাধ্যমে ভারতের ৭৫০০ কি.মি দীর্ঘ উপকূল এবং ১৪০০০ কি.মি অভ্যন্তরীণজলপথে পরিবহন সম্ভাবনাকে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের ১১টি জলপথকেজাতীয় জলপথ হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বন্দরগুলিকে আর্থনৈতিক বৃদ্ধিচালক হিসাবে ভাবা হয়েছে। বন্দর এলাকাগুলিতে শিল্পায়নের মাধ্যমে ১৪টি উপকূলবর্তীআর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছে। সড়ক, রেল ও জলপথের উন্নয়নের মাধ্যমেআগামী দিনগুলিতে ৩৫০০০ থেকে ৪০০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া ১১০০০ কোটি ডলারবণ্টনি বৃদ্ধি হবে ও ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সাগরমাল্য কর্মসূচির মাধ্যমেআগামী ১০ বছরে জলপথের দৈর্ঘ্য দ্বিগুন করা হবে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মতো নৌপরিচালন সম্ভাবনা যুক্ত জলপথগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা হবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরসহায়তায় জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পে গঙ্গানদীতে হলদিয়া থেকে এলাহাবাদের মধ্যে ১৫০০থেকে ২০০০ টনের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। বারানসী সাহেবগঞ্জ এবং হলদিয়াতেএকই সঙ্গে বহু ধরনের পরিবহন টার্মিনাল গড়ে তোলা হবে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরঅধিকাংশ মালপত্র যাতে জলপথে পরিবহন করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামীতিন বছরে ৩৭টি নতুন জলপথ গড়ে তোলা হবে। সড়ক ও জলপথের দ্রুত আধুনিকীকরনের সাথেসাথে একটি বহুমাত্রিক অখণ্ড পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।পরিবহন দক্ষতা বৃদ্ধির উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেশে পণ্য পরিবহন দক্ষতা বৃদ্ধিব্যবস্থা করা হচ্ছে। এরজন্য ৫০টি আর্থনৈতিক করিডোর নির্মান, ফিডার রুট গুলিরউন্নয়ন, এবং ৩৫টি মাল্টি মোডাল লজিস্টিক পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। ১০টি ইন্টারমোডালস্টেশন ও নির্মান করা হবে। ভারতে পরিবহনক্ষেত্রে দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং দেশেরবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক সহায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে। আগামী দিনে আশা করা যায়উন্নয়নের সুবিধা সব অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এবং দূরের মানুষ আরও কাছে আসবে।

• লেখক হলেন দেশের পরিবহন ও জাতীয়মহাসড়ক এবং জাহাজ চলাচল মন্ত্রী

Background release reference

একটি দেশের অগ্রগতি, কিভাবে সেই দেশটি তাদের নাগরিক ও পন্যদ্রব্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবহনকরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সুদক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা

